তারিখ 25 OCT 1989
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ......

দৈনিক খবর

চন্দনাইশের শিক্ষার হালচাল-৩

মাদ্রাসা শিক্ষায় চরম দুরবস্থা ঃ বিজ্ঞান শিক্ষায় পঙ্গুত্ব

চন্দনাইশ (চট্টগ্রাম), ১৫ই অক্টোবর (নিজস্বসংবাদদাতা)।-প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক, শিক্ষা সরঞ্জাম, আসবাবপত্র ও পানীয় জলের তীব্র সংকট এবং মাদ্রাসা প্রধানদের নানা অনিয়ম, অবহেলা ও কর্তব্যকর্মে সীমাহীন গাফিলতির ফলে চন্দনাইশ উপজেলার সর্বমোট আটটি সিনিয়র মাদ্রাসা নানা সমস্যার মুখে।

এদিকে সরকার প্রতিদিন বিজ্ঞান শিক্ষার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করলেও চন্দনাইশ উপজেলায় সরকার প্রদত্ত বিজ্ঞান মাদ্রাসাসমূহে তা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে এ বিভাগকে তেমন কোন গুরত্বই দিচ্ছে না। এসব বিজ্ঞান মাদ্রাসায় বিজ্ঞান বিভাগকে পুঁজি করে সংশ্লিষ্ট প্রধান অবৈধ আয়ের পথ খুলেছে বলে জানা গেছে। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে না চেয়ে অনভিজ্ঞ আইএসসি কিংবা সর্বোচ্চ বিএসসি শিক্ষকদেরকে আইএসসি ক্লাসের বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিষয় পড়ানোর নির্দেশ দেয়। এতে শিক্ষকেরা এসব বিষয়ে অনভিজ্ঞ বিধায় পড়ানোর জন্য ক্লাসে যেতে চায় না। এভাবে বিজ্ঞানের ক্লাস না হয়ে চলে যায় সারা বছর। প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ ও স্তুপ আকারে ফেলে রাখার ফলে এসব মাদ্রাসায় লাখ লাখ টাকার সরকারী মূল্যবান ব্যবহারিক যন্ত্রপাতি, মরিচা পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অনেক মূল্যবান ব্যবহারিক যন্ত্রপাতি এখন ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গেছে। জোয়ারা সিনিয়র মাদ্রাসায় মাধ্যমিক বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে নির্মিত বিজ্ঞান ভবনকে, শিক্ষক মিলনায়তন বানিয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা এ বিভাগে পড়ার আগ্রহ ক্রমান্বয়ে হারিয়ে ফেলছে।

শিক্ষক নিয়োগের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকলেও শিক্ষক নিয়োগের পর সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসা প্রধান তাদের বেতন নিয়ে নানা রকম জটিলতার সৃষ্টি করে। শিক্ষকদের নির্ধারিত স্কেল অনুযায়ী বেতন না দেয়া ও যথাসময়ে বেতন পরিশোধ না করা মাদ্রাসা প্রধানদের এক মারাত্মক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। বলে ভাল ও অভিজ্ঞ শিক্ষকেরা এসব মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করতে চায় না। এতে দেখা যায় বছরের শেষ ভাগে মাদ্রাসাসমূহে শিক্ষকেদের মারাত্মক অপ্রতুলতা, অর্থনীতি, ইংরেজী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন ও অংকে মাষ্টার ডিগ্রীধারী কোন শিক্ষক এসব মাদ্রাসায় নেই বললেই চলে অথচ এইসব মাদ্রাসায় বর্তমানে ডিগ্রী সমমান ফাজিল চালু রয়েছে।

মাদ্রাসা প্রধানদের অদক্ষতা, অনিয়ম ও অবহেলার ফলেও অনেক ছাত্র-শিক্ষক, মাদ্রাসা ছেড়ে চলে যায়।

অধিকাংশ মাদ্রাসায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই বললেও চলে। ছাত্রাবাসে ছাত্রদের উন্নত মানের কোন খাবার পরিবেশন করা হয় না। কয়েক মাস অন্তর অন্তর মাদ্রাসার এতিমখানার জন্য সরকার থেকে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী আসলেও এগুলোকে গোপনে বাইরে বিক্রি করে দেয়া হয় এবং বাইরের নিম্ন মানের খাবার এনে ছাত্রদেরকে দেয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। বর্তমানে উপজেলার মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা খেলায় একেবারে পিছিয়ে আছে। অনেক মাদ্রাসায় খেলাধুলায় কোন মাঠ নেই। শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা শেখার প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের উৎসাহ না পাওয়ায় তা সম্ভব হচ্ছে না। কোন কোন মাদ্রাসায় বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করেছেন।